বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫-২০১৬

বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০১৫-২০১৬

(Yearly report : 2015-2016)

প্রকাশনায় ঃ মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

মউক পয়েন্ট, আমঝুপি, মেহেরপুর, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ০১৭৯১-৬২৪২৪, মোবাইল নং ঃ ০১৭১১-৩৯৭১৪২

ই-মেইল ঃ muk1995@gmail.com, selim_74@yahoo.com,

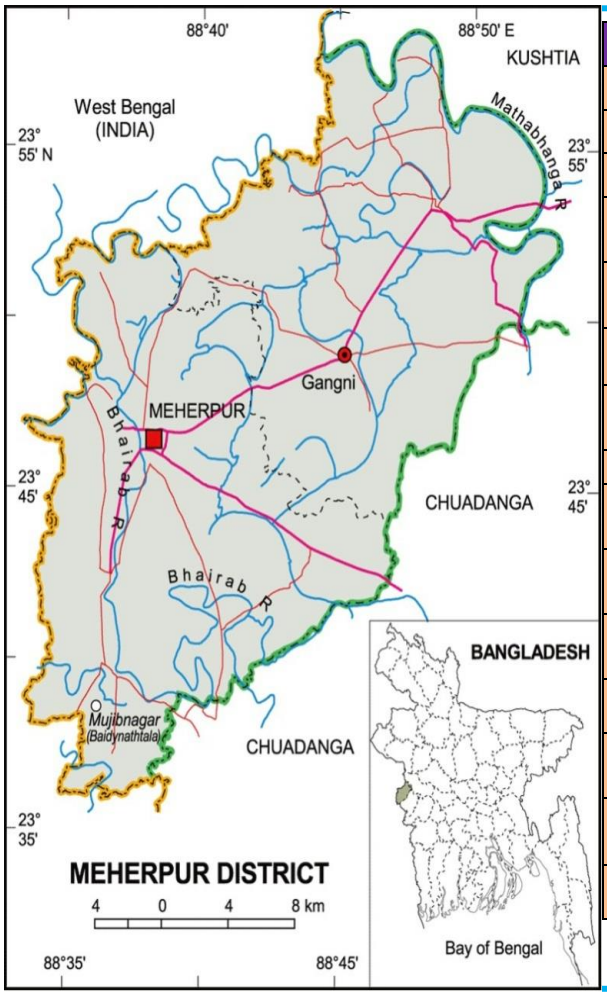

সূচীপত্র

ক্র	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	কর্ম এলাকার মানচিত্র ও মউক এর কর্মএলাকা	১
২	মুখবন্ধ	২
৩	সূচনা, নামকরণ, সংস্থার ঠিকানা, আইনগত মর্যাদা, সংস্থার ধরণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবস্থান	৩
৪	সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান কৌশল সমূহ, মউকের শাখা অফিস	৪
৫	ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, চলমান কার্যক্রম সমূহের তথ্য, উপকারভোগী	৫
৬	সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	৬
৭	মউকের উন্নয়ন অংশীদার কমিটি ও লোকবল সংক্রান্ত তথ্য	৭
৮	শিক্ষা প্রোগ্রাম, ফুড ফর অল প্রকল্প, প্রতিবন্ধীদের সামাজিক পূনর্বাসন প্রকল্প তথ্য	৮-৯
৯	স্থানীয় সালিশ ও আইন সহায়তা প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তা ও শিশু অনুশীলন উন্নয়ন প্রকল্প তথ্য	১০
১০	উইমেন এন্ড চাইল্ড রাইট এ্যাডভোকেসী প্রোগ্রাম ও প্রয়োজন প্রকল্পের তথ্য	১১
১১	ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী, সিঁড়ি প্রকল্প, ICS প্রকল্পের তথ্য	১২
১২	কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম, মানব পাচার প্রতিরোধ প্রকল্পের তথ্য	১৩
১৩	VGD, মাতৃকল্যাণ ভাতা, আর্সেনিক ও নিরাপদ পানি সাপ্লাই কর্মসূচীর তথ্য	১৪-১৫
১৪	সীমাবদ্ধতা ও প্রত্যাশা	১৬

মউক এর কর্মএলাকা

০১	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	৫টি ইউনিয়ন	১১০টি গ্রাম	চলমান
		গাংনী	৯টি ইউনিয়ন	৫৪ টি গ্রাম	ঐ
		মুজিবনগর	৪টি ইউনিয়ন	৩৬ টি গ্রাম	ঐ
০২	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	১২টি ইউনিয়ন	২০৬টি গ্রাম	কার্যক্রম চলমান
		কোটচাঁদপুর	৭টি ইউনিয়ন, ১টিপৌরসভা	১১৯টি গ্রাম	ঐ
০৩	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	৩টি ইউনিয়ন	২৮টি গ্রাম	ঐ
০৪	কুষ্টিয়া	২টি উপজেলা	২টি ইউনিয়ন	১৭টি গ্রাম	ঐ

◈মুখবন্ধ ঃ

নির্যাতিত অসহায় মানুষের জন্য যার জন্ম নাম তার মানব উন্নয়ন কেন্দ্র। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে সংগঠনটি মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষার পাশাপাশি নির্যাতিত নিপিড়িত অসহায় মানুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মেহেরপুর গঠনে সরকারের পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি হাটি হাটি পা পা করে দীর্ঘ ২১ বছরে পা রেখেছে। এই দীর্ঘ সময় সীমার মধ্যে মউক তার সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের মনের মনি কৌটাই স্থান করে নিয়েছে নিজস্ব স্বকিয়তায়। সংগঠনটি বিবেচ্য বছরে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী, গ্রামীণ পর্যায়ে সুবিচার প্রাপ্তিতে সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্প/সালিশ কার্যক্রম, সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ উত্বোর ঋণদান কর্মসূচী, প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন ও সেবা প্রদান, মানব পাচারের শিকার ভিক্টিমদের সহায়তা, হত দরিদ্র নারীদের আইনী সহায়তা, চাইল্ড এন্ড ওমেন রাইটস এ্যাডভোকেসী প্রকল্প, কৃষি ও কৃষক বান্ধব সমাজ বিনির্মানে ফুড ভ্যালু চেইন প্রকল্প সহ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন নির্গম রোধে উন্নতচুলা প্রকল্প, ভিজিডি প্রকল্পের আওতায় উপকার ভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় জমা প্রকল্প, মাদকমুক্ত যুব সমাজ গঠনে এওয়ারনেস কর্মসূচীসহ বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সংগঠনের কার্যক্রমকে তৃণমূল থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নিবিড়ভাবে বাস্তবায়নে মউক বিভিন্ন প্লাটফর্ম তৈরীর মাধ্যমে বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর সফলভাবে শেষ করেছে। যার সফলতা বিফলতা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ এই বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল।

মউক বিশ্বাস করে মানুষের অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পেলে সামাজিক ভাবে মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে। আর এই পরিবর্তনের জন্য মউক নীতিগত ভাবেই বিশ্বাস করে সুশীল সমাজের সর্ব শ্রেণী পেশার মানুষকে নিয়ে উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই মউক সমাজের সাদা মনের মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন প্লাটফর্ম দাঁড় করেছে। উল্লেখযোগ্য লোকমোর্চা কমিটি , কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচগ্রুপ, ভিক্টিমস্ এসোসিয়েশন, সিবিও কমিটি, শিশু পরিষদ, সিবিআর টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, তৃণমূল উন্নয়ন জোট, নারী অধিকার দল ইত্যাদি। এই সকল মানুষের যৌথ সমন্বয়ে বৈদেশিক দাতা সংস্থা, দেশীয় সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিপর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করে গত৩০জুন ২০১৬ সালে আরো একটি অর্থবছর অতিক্রম করেছে। অতিক্রমকৃত ১ বছরে সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সকল বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

আমাদের সকল কর্মসূচী সঠিকভাবে বাস্তবায়নে যারা সর্বাত্মক সহায়তা ও শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই দাতা ও সহযোগীসংস্থা এবং স্থানীয়প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে। কার্যক্রম পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শে অত্র এলাকার উন্নয়নে ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করেছে বলে মউক বিশ্বাস করে। সেই সাথে আগামীতে সকল কর্মকান্ড আরো সুন্দর ও সাবলীলভাবে বাস্তবায়নে সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

অনেক সীমাবদ্ধতা ও সময় স্বল্পতার কারণে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি ব্যাপকভাবে তথ্য চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তাই যদি এই প্রতিবেদনের কোন স্থানে ভুলত্রুটি হয় তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে বলব, সংস্থার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের যে সফলতা তা সকলেই অংশীদার। আর যদি কোন ব্যর্থতা থেকে থাকে তা শুধু আমার নিজের-ই।

ধন্যবাদান্তে

শরিফ মোস্তফা হেলাল
সভাপতি
মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

আশাদুজ্জামান সেলিম
সম্পাদক/নির্বাহী প্রধান
মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)

◈সূচনা ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ২০১৫-১৬ ইং অর্থ বছরের মধ্য দিয়ে ২১ বছর তার কার্যকাল অতিক্রম করেছে। সংস্থা শুরু থেকে খুব স্বল্প পরিসরে এই জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। অথচ এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্রতা আষ্ঠেপিষ্ঠে বাঁধা। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিভিন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করেই তাদের সুস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অধিকার ভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর ভিত্তি স্থাপন হয়১লা জুলাই ১৯৯৫ সাল। উল্লেখিত সাল হতে অদ্যবধি সংগঠনের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড বর্তমানে জেলা ব্যাপী। তবে আনন্দের বিষয় ২০১৪-১৫ অর্থ বছর হতে ২টি জেলায় ৩টি উপজেলার ৩০টি গ্রামে কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটেছে। তাই এবার ২০১৫-১৬ ইং অর্থ বছরে সংস্থার বর্তমান অবস্থান থেকে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ আমি নির্বাহী প্রধান হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

◈সংস্থার মূল্য মন্ত্র ঃ ক) সেবা, খ) অধিকার গ) টেকসই উন্নয়ন

◈নামকরণ ঃ

এই প্রতিষ্ঠানটির নাম মানব উন্নয়ন কেন্দ্র নামে পরিচিত। এটি একটি সামাজিক উন্নয়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থাটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ব্যাপী কাজের বৈধতা নিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কাজ করার সুযোগ হয়েছে।

◈সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানাঃ -

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)
আমঝুপি মউক পয়েন্ট,আমঝুপি, মেহেরপুর- ৭১০১।
ফোন নংঃ ০৭৯১-৬২৪২৪, ৬৩০৯৮, মোবাইল নং ০১৭১১-৩৯৭১৪২
ইমেইলঃ muk1995@gmail.com, selim_74**@yahoo.com**

◈আইনগত মর্যাদাঃ

সমাজসেবা অধিদপ্তর রেজিঃনং-কুষ-২২৩/১৯৯৭,তারিখ-২৭/০৮/৯৭
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর- মেহেরপুর- ১২/১৯৯৯, তারিখ- ২৮/০১/৯৯
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-ঢাকা-১৯৮৫/২০০৪,নবায়নকৃততারিখ ২৫/১১/২০১৪
জয়েন্টস্টক কোম্পানী,ঢাকা–৮৭৪৪(৭৬৫)/২০০৯,তারিখ২৭/০১/০৯।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-**PADOR reg:-BD-2012-AUR-1606942937**
SAM registration: Millennium Enterprise /731597584 / SZC75

◈সংস্থার ধরণ ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন যা ১৯৯৫ সাল থেকে অত্র এলাকায় কাজ করে আসছে। এই সংগঠনটি মূলতঃ অধিকার ভিত্তিক উন্নয়ন মূলক কাজ এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে জনগনের মধ্যে সহযোগিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। সেই সাথে কমিউনিটির অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে তাদের উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

◈ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবস্থান ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)২৩ (তেইশ) জন সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ একটি সাধারণ পরিষদ দ্বারা পরিচালিত। এই সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর কমপক্ষে ২ বার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দিক সম্পর্কে আলোচনা ও আয়-ব্যয় অনুমোদন করে থাকেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পুণরায় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেন। যারা প্রতি তিন বছর পরপর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়। এই নির্বাহী পরিষদ বছরে সর্বনিম্ন ৬ বার সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমের উপর আলোচনা করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে জরুরী ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা আহ্বান করে থাকে।২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২টি সাধারণ পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫টি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

◈সংস্থার লক্ষ্য ঃ

অধিকার বঞ্চিত ও পিঁছিয়ে পড়া জনগোষ্টির আর্থ-সামাজিক, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করা।

◈সংস্থার উদ্দেশ্য ঃ

- ☞ সুবিধা বঞ্চিত নারী-পুরুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন ঘটানো।
- ☞ আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকাকে নিরক্ষর মুক্ত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- ☞ কর্মএলাকার শিক্ষিত বেকারদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা এবং আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করে ক্ষমতায়ন করা।
- ☞ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকার বঞ্চিত প্রতিবন্ধী নারী,শিশুদের সহায়তা প্রদান ও ক্ষমতায়ন করা।
- ☞ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারী সেবাসমূহ কার্যকরী করা।
- ☞ গ্রামীণ পর্যায়ে সুবিচার প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ☞ শিশু বান্ধব ও নারী বান্ধব সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- ☞ মেহেরপুর জেলার উৎপাদিত কৃষি পণ্যের নায্য মূল্য ও বিষমুক্ত ফল সরবরাহ করা।
- ☞ নিরাপদ ও আর্সেনিক মুক্ত পানি পানে উৎসাহিত করা।
- ☞ আপদকালীন সময়ে দুর্যোগ প্রশমনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- ☞ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন করা।
- ☞ রান্নায় জ্বালানী কর্ম, ধোয়া ও কার্বন নির্গমে SDG লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।
- ☞ মানব পাচার মুক্ত মেহেরপুর গড়ে তোলা।

◈মানব উন্নয়ন কেন্দ্র বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি মানুষের নিম্নোক্ত বিষয়ে অধিকার রয়েছেঃ

- ☞ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমতা।
- ☞ শারীরিক ও মানষিক সমভাবে বিকাশের সুযোগ থাকা।
- ☞ নাম, জাতীয়তা ও দেশাত্ববোধ অর্জন।
- ☞ পর্যাপ্ত খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিনোদন ও তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ লাভ।
- ☞ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন।
- ☞ দুর্যোগ এবং জরুরী অবস্থায় ত্বরিৎ সহায়তা প্রাপ্তি।
- ☞ নিষ্ঠুরতা, অবহেলা এবং শোষণ থেকে সুরক্ষা লাভ।
- ☞ যে কোন ধরনের হয়রানী নির্যাতন থেকে রক্ষা বিশ্বময়ভাতৃত্ব, শান্তির উদ্দীপনা নিয়ে বসবাস করার সুযোগ নিরাপদে বসবাস ও ভয়ভীতি আশঙ্কা মুক্ত থাকা।

◈২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান কৌশল সমূহ ঃ

- কমিউনিটির উদ্যোগে সরাসরি পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও কার্যকরি বাস্তবায়ন ঘটানো।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কর্মরত স্থানীয় সংগঠন ও তৃণমূল প্রতিনিধিদের সাথে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর নেটওয়ার্কিং এবং পলিসি এ্যাডভোকেসী করা।
- বিভিন্ন প্লাটফর্মের মাধ্যমে সুশীল সমাজের সুধীদের সুসংগঠিত করে অংশগ্রহণ মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- স্থানীয় কমিউনিটি ও উপকারভোগীদের কন্ট্রিবিউশন রেখে কাজ পরিচালনা করা।
- মউক টপ ম্যানেজমেন্ট ও ম্যানেজমেন্টের সাথে প্রোগ্রাম ভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল, চ্যালেঞ্জ ।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থার ইন্টারন্যাল অডিট দ্বারা চলমান কাজের পরিবীক্ষণ করা।

◈২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মউকের প্রকল্প /শাখা ঃ

১. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), প্রধান কার্যালয়,মউক পয়েন্ট, আমঝুপি, মেহেরপুর- ৭১০১।
২. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) প্রকল্প অফিস, কেদারগঞ্জ বাজার , মুজিবনগর, মেহেরপুর।
৩. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) প্রকল্প অফিস, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।
৪. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) প্রকল্প অফিস, মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
৫. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) প্রকল্প অফিস, মেহেরপুর শহর কার্যালয়, যাদুবপুর রোড, মেহেরপুর।
৬. মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) শাখা কার্যালয়, গাংনী, থানা রোড, মেহেরপুর।

◈মউক এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঃ

১. কারিগরী শিক্ষা টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী।
২. মানসম্মত ও আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু করা।
৩. উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম চালু করা।
৪. বীজ ও শষ্য সংরক্ষণে হিমাগার কেন্দ্র গড়ে তোলা।
৫. প্রতিবন্ধী, অসহায় নির্যাতিত শিশু, পাচারের শিকার শিশু, নারীসহ সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শেল্টার হোম বা আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন।
৬. বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তোলা।

◈২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মউকের চলমান কার্যক্রম ঃ

১. ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।
২. স্ক্যান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিদের উন্নয়ন ও পূনর্বাসন।
৩. ফুড ফর অল প্রকল্পের মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রচারাভিযান করা।
৪. পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় সালিস সভা ও আইন সহায়তা প্রকল্প।
৫. শিশু অনুশীলন উন্নয়ন প্রকল্প।
৬. চাইল্ড এন্ড ওমেন রাইটস এ্যাডভোকেসী প্রকল্প।
৭. প্রয়োজন প্রকল্প(স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা উপকরণ সহায়তা এবং আবাসন সহায়তা)।
৮. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী।
৯. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিঁড়ি প্রকল্প। (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান)
১০. মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসুচীতে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রকল্প।
১১. ইডকল আইসিএস প্রকল্প।
১২. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণ ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ।
১৩. মানব পাচার প্রতিরোধে সুরক্ষা প্রকল্প।
১৪. ভিজিডি প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সঞ্চয় জমা প্রকল্প।
১৫. নিরাপদ পানি ও আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন।

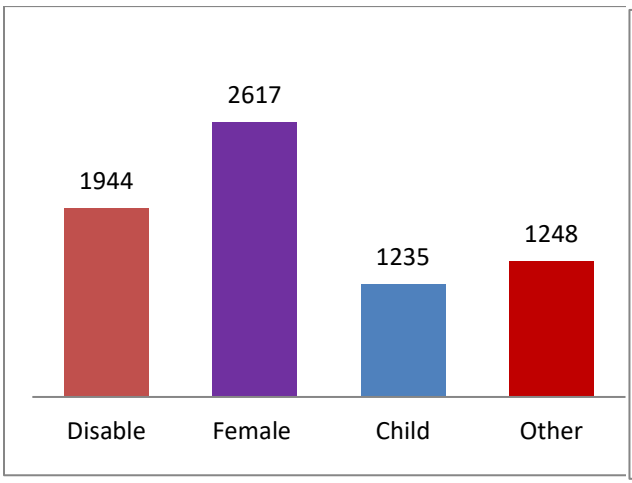

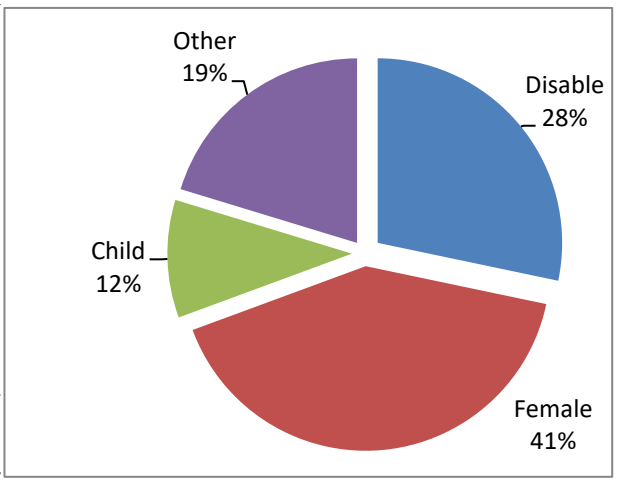

উপকারভোগীদের তথ্য চিত্র

◈মউক২০১৫-১৬ইং সাল পর্যন্ত যে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য ঃ

ক্রঃ নং	সদস্যভূক্ত নেটওয়ার্কের নাম	নেটওয়ার্কের ধরণ	মউকের অবস্থান	সদস্য প্রাপ্তির সাল
১	বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (BSAF)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০০
২	জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম (NFOWD)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০১
৩	গণসাক্ষরতা অভিযান (CAMPE)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০৩
৪	আমার অধিকার ফাউন্ডেশন (AOC)	জাতীয় পর্যায়ে	জেলা সদস্য	২০১০
৫	গভার্নেন্স কোয়ালিশন (GC)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০১
৬	চাইল্ড সাইট নেটওয়ার্ক	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০১০
৭	ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	১৯৯৮
৮	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট(ALRD)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০১
৯	পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০৩
১০	এইচআইভি/এসটিআই এইডস নেটওয়ার্ক	জাতীয় পর্যায়ের	মেম্বার	২০০৪
১১	ফেমার্ক ইন্টারন্যাশনাল	আন্তর্জাতিক	মেম্বার	২০০৪
১২	জাতীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ফোরাম (JNNPF)	জাতীয়	মেম্বার/ট্রেজারার	২০১২
১৩	খাদ্য অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা (RTF& SS)	জাতীয়	মেম্বার	২০১২
১৪	সিভিল সোসাইটি এলায়েন্স (CSA/SUN)	জাতীয়	মেম্বার	২০১৩
১৫	ওয়াটার এন্ড জেন্ডার এলায়েন্স (WGA)	আন্তর্জাতিক	মেম্বার	২০১৩
১৬	জাস্ট্রিজ মেকার বাংলাদেশ	জাতীয়	সহ-সভাপতি	২০১০
১৭	বাংলাদেশ লেবার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন	জাতীয়	মেম্বার	২০১৪

◈মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নাম ও ঠিকানা:

ক্রঃ	নাম	পদবী	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	ঠিকানা	পেশা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	শরিফ মোস্তফা হেলাল	সভাপতি	মোঃ গোলাম হোসাইন শরিফ	৪৫	৬৮/১ ফ্রি স্ট্রিট ১ম তলা, কাঁঠাল বাগান ঢাকা	উন্নয়ন কর্মী	পিএসডি, ফেলো
২	রাশিদুল ইসলাম	সহ-সভাপতি	মৃত: রেজাউল হক বিশ্বাস	৫৭	হিজুলী, আমঝুপি, মেহেরপুর	শিক্ষক	এমএ
৩	আশাদুজ্জামান সেলিম	সম্পাদক/ নির্বাহী প্রধান	মৃত সিরাজুল ইসলাম	৪০	হিজুলী, আমঝুপি, মেহেরপুর	উন্নয়ন কর্মী	বিএসএস
৪	সাইফুল ইসলাম	সভাপতি	আঃ সুবাহান শেখ	৫০	১/সি, জাকির হোসেন রোড, মোহাম্মদপুর-ঢাকা	সাবেক বিমান বাহিনীর অফিসার	এমএ
৫	বদরুদ্দোজা	কোষাধ্যক্ষ	মৃত আবু তাহের	৪২	কসবা, ধানখোলা গাংনী, মেহেরপুর	ব্যবসায়ী	এমএ
৬	মোছাঃ ফাহিমা খাতুন	সদস্য	স্বামীঃ আঃ হাই	৪৭	হিজুলী, আমঝুপি, মেহেরপুর	গৃহিনী	৮ম শ্রেণী
৭	লতিফন নেছা (লতা)	সদস্য	স্বামীঃ মাহতাব উদ্দিন	৫৫	মন্ডলপাড়া, মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর	সাবেক কমিশনার (সমাজ সেবক)	এইচএসসি

◈এক নজরে মউকের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন উন্নয়ন কমিটি/ স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্লাটফর্ম/ মউকের উন্নয়ন অংশীদার কমিটির নাম ঃ

- ✓ লোকমোর্চা কমিটিঃ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে।
- ✓ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে ।
- ✓ নাগরিক পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ উপজেলা পর্যায়ে ও ইউনিয়ন পর্যায়ে
- ✓ প্রগতি দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ঃ জেলা পর্যায়ে।
- ✓ ভিক্টিমস এসোসিয়েশন ঃ এলাকা ভিত্তিক ও গ্রাম ভিত্তিক।
- ✓ সিবিও কমিটি, ওয়ার্ড পর্যায়ে।
- ✓ তৃণমূল উন্নয়ন জোট, জেলা পর্যায়ে।
- ✓ টিএফটি কমিটি, জেলা পর্যায়ে।
- ✓ ওয়াটসান কমিটি, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে।
- ✓ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, জেলা ভিত্তিক।
- ✓ আঞ্চলিক শিশু পরিষদ, মেহেরপুর।
- ✓ আঞ্চলিক নারী পরিষদ, মেহেরপুর।
- ✓ সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান, জেলা কমিটি।
- ✓ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী গ্রাহক অধিকার বাস্তবায়ন ফোরাম, জেলা কমিটি।
- ✓ সংখ্যালঘু ও দলিত সম্প্রদায় এর অধিকার বাস্তবায়ন ফোরাম, উপজেলা কমিটি।

◈ মউকের লোকবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

নিয়মিত স্টাফ সংখ্যা		খন্ডকালীন স্টাফ সংখ্যা		ভলানটিয়ার স্টাফ সংখ্যা		সর্বমোট সংখ্যা	
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
২৭	২৯	৩২	১৯	০৫	০৯	৬৪	৫৫

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও ফলাফল
(জুলাই/২০১৫ইং হতে জুন/২০১৬ইং পর্যন্ত)

◈সবার জন্য মানসম্মত আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান কর্মসূচী ঃ

অত্র সংস্থাটি ২০০৪ ইং সাল হতে শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে যেয়ে মাঠ পর্যায়ে দেখা যায় অত্র অঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে নানবিধ প্রতিবন্ধকতা। এরই প্রেক্ষিতে সংস্থাটি নিজস্ব উদ্যোগে ২০০৬ সাল হতে প্লে-গ্রুপ হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মানসম্মত ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানিক নিবন্ধন নিয়ে বর্তমানে প্লে গ্রুপ হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় ১০টি উপানুষ্ঠানিক প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অত্র অঞ্চলে যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে তার কর্মএলাকা ও ছাত্রছাত্রীদের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো।

মউক তৃণমূল মডেল একাডেমী/অন্যান্য শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্য ঃ

ক্রঃ	শিক্ষা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর বয়স সীমা	শ্রেণীর নাম	শ্রেণীর সংখ্যা	শিক্ষকের নাম	শিক্ষার ধরণ/ কেন্দ্রের ধরণ	ইউনিয়ন/ এলাকার নাম
১	তৃণমূল মডেল একাডেমী আমঝুপি, ফার্ম সংলগ্ন মউক পয়েন্ট, মেহেরপুর	৩১০ জন	৬-১১ বছর	১ম-৮ম শ্রেণি	৮টি	১. জেসমিন. ২. ফিরোজা ৩. আতিক ইকবাল, ৪. আরিফ হাসান উল্লাস, ৫. মোঃ আতিকুল ইসলাম	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	আমঝুপি ইউনিয়ন
২	তৃণমূল মডেল একাডেমী বারাদী শাখা বারাদী, মেহেরপুর	১৭৫ জন	৪-৫+ বছর	প্লে-নার্সারী শ্রেণী	৫টি	১. নাসরিন. ২. রাবিয়া ৩. নারগিস. ৪. বাসার ৫. লালন কুমার	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র	পিরোজপুর ইউনিয়ন
৩	তৃণমূল মডেলএকাডেমী, যাদুখালী- পিরোজপুর, মেহেরপুর	১৫০ জন	৪-৫ বছর	প্লে-নার্সারী	৩টি	১. মিনারুল, ২. তাহরিমা খাতুন. ৩. শারমিন, ৪. হাসিরুল	আনুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	পিরোজপুর ইউনিয়ন
৪	মিলেনিয়াম মডেল একাডেমি, মেহেরপুর শাখা	১১০ জন						
৫	দফরপুর মউক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৩০ জন	৫-৬ বছর	শিশু শ্রেণি	১টি	১. সাহেদা খাতুন	উপানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	আমঝুপি ইউনিয়ন
৬	নতুন মদনাডাঙ্গা মউক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	৩০ জন	৫-৬ বছর	শিশু শ্রেণি	১টি	১. আমিরন নেছা	উপানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	আমঝুপি ইউনিয়ন
৭	পুরাতন মদনাডাঙ্গা, মউক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র,	৩০ জন	৫-৬ বছর	শিশু শ্রেণি	১টি	১. বেলী খাতুন	উপানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	আমঝুপি ইউনিয়ন
৮	রাজনগর শেখপাড়া মউক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, রাজনগর, বারাদী	৩০ জন	৫-৬ বছর	শিশু শ্রেণি	১টি	১. দুলিনা খাতুন	উপানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র	পিরোজপুর ইউনিয়ন
৯	পিরোজপুর মউক শিশু শিক্ষা কেন্দ্র,	৩০ জন	৫-৬ বছর	শিশু শ্রেণি	১টি	১.	উপানুষ্ঠানিক শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	আমঝুপি ইউনিয়ন
সর্বমোট		৮৮৫ জন						

◈স্ক্যান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও সামাজিক পূণর্বাসন কার্যক্রমঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু থেকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার ও পূনর্বাসন বিষয়ে কাজ করে আসছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে শুরু থেকে সিডিডি কারিগরি সহযোগিতা ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উল্লেখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সিডিডি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ভাবে পূণর্বাসন, অধিকার আদায়সহ স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করার জন্য ১০টি ওরিয়েন্টেশন সভা ও এ্যাডভোকেসী সভা করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংস্থার ম্যানেজমেন্ট ও ফিল্ড পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হয়। গত অর্থ বছরের ৪ জন জনপ্রতিনিধি ও ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী ও স্থানীয় প্রশাসনের ২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২৫ জন প্রতিবন্ধীকে স্ক্যান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে আমঝুপি ইউনিয়ন হতে জরিপ করা হয়। ৩৫ জন প্রতিবন্ধীকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবার আওতায় ১৫৫ জন প্রতিবন্ধিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২টি র‍্যাম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যবোর্ড স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীতা জরিপ কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করাসহ প্রতিবন্ধীতা প্রতিরোধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্কুলগুলোতে সেমিনার উঠান বৈঠক, কমিউনিটি মিটিং করা হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে শতশত প্রতিবন্ধীঅধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছে ও কমিউনিটির মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	সহায়তার ধরন	উপকারভোগীর ধরন		মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
			নারী	পুরুষ		
০১	প্রতিবন্ধিদের পিআরটি ও থেরাপি প্রদান	ব্যায়াম	২০	১৫	৩৫ জন	
০২	প্রতিবন্ধিদের সহায়ক উপকরন বিতরণ	চশমা ও ক্রেস বিতরণ	১৬	৮	২৪ জন	
০৩	প্রতিবন্ধিদের চিকিৎসা প্রদান	ভ্রাম্যমান ক্যাম্প পরিচালনা	৯৬	৫৯	১৫৫ জন	
০৪	সচেতনতা কার্যক্রম	ওরিয়েন্টেশন	২৬৮	১৮২	৪৫০ জন	
০৫	প্রতিবন্ধিদের ছবি উত্তোলন ও জাতীয় পরিচয় পত্র পেতে সহায়তা প্রদান	বাড়ী বাড়ী থেকে নিয়ে আশা	৬৭৫	৬০৫	১২৮০ জন	
					১৯৪৪ জন	

◈ফুড ফর অল প্রকল্পঃ

স্থানীয় উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী করণ অপরিহার্য। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বেশ সম্ভাবনাময়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সকল কেন্দ্রীয় সরকার-ই এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে রেখেছে। তাই ২ শত বছরের এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটি এখনও নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং দুর্বল। যদিও বিভিন্ন সরকার; স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলে থাকেন। প্রকৃত অর্থে তাদের কোন ক্ষমতা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার কোন সুযোগ নেই। তাই সারা দেশে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণে ও স্বায়িত্ব শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদকে নানা মূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হয়।

উক্ত প্রকল্পটি মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর এবং আমদহ ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দু'টি ইউনিয়নের সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকারী সেবা সমুহের আওতায় অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কার্যক্রমকে সঠিক মাত্রায় পরিচালনার জন্য লোকমোর্চা কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এই সকল কার্যক্রম এর মধ্যে বিবেচ্য বছরে ২৪টি মাসিক সমন্বয় মিটিং পরিচালনা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচী, ভিজিডি সার্ভে করা হয় ১৭২ জনকে। একই সাথে ভিজিএফ এবং অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর জরিপ করা হয় ২৪৪ জনকে। উক্ত জরিপের মূল ফাইন্ডিংস নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে ২টি গণ শুনানীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন ও জেলা উপজেলা পর্যায়ে ১২টি লবিং পরিচালিত হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২টি দারিদ্র বিমোচন দিবস পালনসহ এলাকার কৃষকের সাথে নিয়মিত কাউন্সিলিং পরিচালনা করা হয়।

যার ফলশ্রুতিতে অত্র প্রতিষ্ঠান ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে গভার্নেন্স কোয়ালিশনের সহযোগিতায় সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান সমূহকে দায়বদ্ধতা ও জনঅংশগ্রহণ মূলক করার মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণে সবার জন্য খাদ্য প্রচারাভিযান নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলায় দু'টি ইউনিয়নে ২০১৫-১৬ইং অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে উক্ত দু'টি ইউনিয়নে বিশেষ করে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে যে লোকমোর্চা নামে কমিটি আছে। উক্ত কমিটি এখন নিজেদের অফিসে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সেইসাথে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে নানা মুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। গত অর্থবছরে অনেক সফলতার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য যে সফলতা তা হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদ জনমুখী বাজেট পরিকল্পনার ঘোষণা দিচ্ছে এবং পুস্তক আকারে বিতরণ করছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা লক্ষ্যনীয়, ফলে প্রতিনিয়ত এই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদগুলি দাবী জানাচ্ছেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অবশিষ্ট ইউনিয়ন গুলিতে যেতে পারছেনা। তবে দাতা সংস্থার সহায়তা বৃদ্ধি পেলে উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করবো।

অর্জন সমূহঃ

- ভিজিডির চাল/গম ২৪ কেজির স্থলে ২৮/২৯ কেজি পাচ্ছে।
- খাদ্যের গুনগত মান ভালো হয়েছে।
- ভিজিডি, ভিজিএফ ও অতিদরিদ্রদের কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভিজিডি চক্রের সকল সদস্য প্রশিক্ষণ সহায়তা পেয়ে ৫০% নারী তাদের দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে ফলে তাদের অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন হয়েছে।
- খাদ্য শস্য বিতরণ কালে সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে।
- দলিয়করণ ও আত্মীয়করণ কমে এসেছে।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগীর
			নারী	পুরুষ	
০১	সার্ভে পরিচালনা	ভিজিডি, ভিজিএফ ও অতিদরিদ্রদের সার্ভে করা	৩২০	৯৬	৪১৬ জন
০২	পাবলিক হেয়ারিং সভা	উন্মুক্ত আলোচনা করা	৪৮	৬৪	১১২ জন
০৩	লবিং পরিচালনা	জেলা-উপজেলা পর্যায়ে লবিং করা	৩২	৯৬	১২৮ জন
০৪	খাদ্য অধিকার দিবস পালন	র‍্যালি ও মানববন্ধন	৯৬	২২৫	৩২১ জন
			৪৯৬	৪৮১	৯৭৮ জন

◈পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ স্থানীয় সালিস সভা ও আইন সহায়তা কার্যক্রম ঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় বড় বড় সহিংসতার জন্ম হয় ছোট ছোট পারিবারিক সহিংসতার ঘটনার মধ্য দিয়ে। ধীরে ধীরে ছোট ছোট বিরোধগুলি বড় সহিংসতায় রূপ নেয়। বিশেষ করে বাল্য বিবাহ ও অশিক্ষা আর কুসংস্কারের কারণে মেহেরপুর জেলায় পারিবারিক সহিংসতার মাত্রা অতিরিক্ত। বিধায় মউক নিজস্ব উদ্যোগে এলাকা ভিত্তিক সেমিনার, ওয়ার্ড সভা, উঠান বৈঠক, ভিডিও শো প্রদর্শনসহ ইউপি কাউন্সিলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতিত ব্যক্তিদের আইনী পরামর্শসহ স্থানীয় সালিস মীমাংসার মত উল্লেখযোগ্য

সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। উক্ত কাজ বাস্তবায়নে কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে একটি করে ভিজিলেন্স টিম প্রতিটি ইউনিয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী ও উদ্যোগ সমূহ বাস্তবায়ন করে।

বিগত অর্থবছরে মোট ১৮৬০টি সালিস সফলভাবে মীমাংসা হয়েছে। ৭২টি উঠান বৈঠক, ১২০টি ভিলেজ লেভেল সভা করা হয়েছে। ২৫ জন নারী ও ৫ জন শিশুকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৫৩,৭৫,২০০/= টাকা দেন মোহর ও খোরপোষ আদায় করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ পারিবারিক সহিংসতা কি ও কেন এবং কিভাবে ঘটে জানতে পারাসহ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয় জানতে পেরেছে। উক্ত প্রকল্পের কাজে আরো সহযোগিতা পেলে অবহেলিত মেহেরপুর জেলা পারিবারিক সহিংসতা মুক্ত মডেল জেলায় পরিনত করা সম্ভব।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগীর
			নারী	পুরুষ	
০১	সালিশ কার্যক্রম	সালিশ সভা পরিচালনা	১২৫৫	৬৫৫	১৮৬০ জন
০২	৭২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা	আলোচনা সভা	৩১২	৪৬	৩৬৮ জন
০৩	১২০টি ভিলেজ লেভেল মিটিং	আলোচনা সভা	২৮৭	২৪৩	৫৩০ জন
০৪	আর্জেট এ্যাকশন	রিপোর্ট তৈরী ও প্রেরণ	৪৫	--	৪৫ জন
০৫	আইনগত সহয়তা	কোর্টে মামলা প্রেরণ	৩৬	--	৩৬ জন
			১৯৩৫	৯৪৪	২৮৭৯ জন

◈ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও শিশু অনুশিলন উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

মেহেরপুর জেলাটি সীমান্তবর্তী জেলা হিসেবে সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে বহুলাংশে পিঁছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষার অধিকার এখনও সেইভাবে প্রভাব পড়েনি। ফলে শিশু শ্রম দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই জেলার অধিকাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র সীমারনীচে বসবাস করে। পরিবারে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মেটানো দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া সংসার চালাতে বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে পরিবারের শিশুদের অন্যত্র শ্রম বিক্রি করে বাড়তি আয় যোগানোর লক্ষ্যে এখানকার পরিবার তথা অভিভাবকরা শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সহিত সম্পৃক্ত করে চলেছে। এমতাবস্থায় শিশুশ্রম প্রতিরোধে মউক সংস্থাটি শিশু শ্রমের সহিত জড়িতদের চিহ্নিত করতে ১৫টি গ্রামে বিশেষ জরিপ কার্য পরিচালনা করলে দেখা যায় শতকরা ২০% শিশু কোন না কোন শ্রমের সহিত জড়িত। এর মধ্যে ৯% শিশু অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এই সকল দিক বিবেচনায় এনে মউক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনেরআর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও শিশু অনুশীলন উন্নয়ন প্রকল্পটি হাতে নেয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে সর্বশেষ মার্চ/১৫ইং পর্যন্ত ৫টি শিশু কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এছাড়া ১০০ জন শিশুকে সরকারি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি ব্যাচে ৪০ জন ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তাকে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশুকে মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগীর
			নারী	পুরুষ	
০১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা	শিশু শিক্ষা কার্যক্রম	৭৮	৭২	১৫০ জন
০২	ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তা প্রশিক্ষন	আয়বর্ধক প্রশিক্ষন প্রদান	৪৫	৩	৪৮ জন
০৩	সরকারী প্রাথঃ বিদ্যাঃ ভর্তি	ভর্তি কাজে সহায়তা প্রদান	৫৬	৪৪	১০০ জন
০৪	মাধ্যমিকে ভর্তি করা	উপকরন ও ভর্তি সহায়তা	২৪	২১	৪৫ জন
			২০৩	১৪০	৩৪৩ জন

◈চাইল্ড এন্ড ওমেন রাইটস এ্যাডভোকেসী প্রকল্প ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর আদর্শগত দিক নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল। ফলে সংস্থাটি কর্ম এলাকায় শুরু থেকে নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে ব্যাপক কাজ করে আসছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ইউসেপ বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায় নারী ও শিশুদের অধিকার আদায় উপরোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ২ জন এ্যাডভোকেসী অফিসারের মাধ্যমে ১০টি দলের ১৫০ জন শিশুকে সংগঠিত করে তাদের শিক্ষা,স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে

এ্যাডভোকেসী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। অনুরুপভাবে ১০টি দলের মাধ্যমে ১৫০ জন নারীকে সংগঠিত করা হচ্ছে। এর মাঝে তারা নিজেদের কে এ্যাডভোকেট হিসাবে প্রস্তুত করে কর্ম এলাকায় এ্যাডভোকেসী করে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পের মাধ্যমে *G.O. NG.O.*সমন্বয় সভা ২টি, শিশু সমাবেশ ১টি, ২টি মা সমাবেশ, ১টি আঞ্চলিক শিশু পরিষদ ও নারী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দলীয় শিশু ও নারীরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	সংখ্যা	উপকারভোগীর ধরণ			মোট উপকারভোগীর
				নারী	পুরুষ	শিশু	
০১	নারী দল গঠন ও	আলোচনা সভা	১০টি	১৫০	--	--	১৫০ জন
০২	শিশু পরিষদ গঠন ও ওরিয়েন্টেশন	কমিটি গঠন ও আলোচনা	১০টি	--	--	১৫০	১৫০ জন
০৩	মা সমাবেশ	আলোচনা সভা	২টি	২২২	--	--	২২২ জন
			২২	৩৭২	--	১৫০	৫২২ জন

◈প্রয়োজন প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

মউক এর নিজস্ব উদ্যোগ ও নিজস্ব কর্মপরিকল্পনায় ২০০৬ইং সাল হতে এই প্রকল্পের কার্যকম শুরু করা হয়। বর্তমান অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পে প্রাথমিক স্বাস্থ্য/ব্যাথা নিরাময় কেন্দ্র, মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, খাদ্য সরবরাহ ও বিভিন্ন পোষাক তৈরী ও বিতরণ করা হচ্ছে।

মউক সংস্থার উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন ঘটিয়ে ব্যাথা মুক্ত পরিবার গড়ার। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে কমিউনিটি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও শারীরিক মানসিক ব্যাথাযুক্ত পরিবারগুলিকে নিবন্ধন এর মাধ্যমে নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। গত অর্থ বছরে এই কার্যক্রমে কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের বাইরের মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন সেবা গ্রহণ করছেন। উক্ত কার্যক্রমে ২ জন ফিজিওথেরাপী, ১ জন কাউন্সিলিং এ্যাসিটেন্ট ও ১ জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দ্বারা এই সেবা প্রদান করা হচ্ছে। রিপ্রোটকালে ৩৭৫ জন রোগী ও ভিক্টিম কে এই চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮৫% মানুষ সন্তোষজনক ও রোগ মুক্তি লাভ করেছেন। এই কার্যক্রমের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দাতা সংস্থার সহযোগিতা না থাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে এই সেবা কার্যক্রমটি অব্যাহত রয়েছে। ফলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রয়োজন প্রকল্পের আয়বর্ধক কাজের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার আয় হয় ও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ, স্কুল ড্রেস, কেজি বই, বিভিন্ন ধরনের খাতা, ছাত্র/ছাত্রীদের জুতা, ব্যাগ। এছাড়া মিষ্টির প্যাকেট, ফটোকপি, ডাচবাংলা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ			মোট উপকারভোগীর
			নারী	পুরুষ	শিশু	
০১	চিকিৎসা সেবা প্রদান	দুস্থ্য ও অসহায়দের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান	২২৫	১৫০	--	৩৭৫
০২	স্কুল ড্রেস তৈরী	স্বল্প লাভে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রদান			১৮৬০	১৮৬০
০৩	কেজিবই, খাতা, ব্যাগ বিক্রয়	স্বল্প লাভে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রদান			২২৮৫	২২৮৫
০৪	উঠান বৈঠক পরিচালনা	ছোট দলে আলোচনা'	৩১৫	১১২	--	৪২৭
			৫৪০	২৬২	৪১৪৫	৪৯৪৭

◈আর্থসামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম ঃ

সুবিধা বঞ্চিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ দান কার্যক্রম প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরিচালনা করে আসছে। সংস্থার এই কার্যক্রমটি ৪টি ইউনিয়নের ৩৫টি গ্রামে বাস্তবায়ন করে থাকে। এই কার্যক্রম সংস্থার ইনকাম জেনারেটিং কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই কার্যক্রমটি অন্য কোন সংস্থার মত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয় না। এই প্রকল্পটি সংস্থার মন্দের ভাল প্রকল্প হিসাবে চিন্তা করে খুবই স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী ৯৯% আদায়ের হার। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ১৬৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২৯৬ জনকে সহজ শর্তে ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির আইন ও নিয়ম অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১,১২,৬৭,০২৭/-টাকা। সঞ্চয়স্থিতি ২৮,৯২,৩৬৩/- টাকা। গ্রুপসংখ্যা ৮৩টি। পুরুষ সদস্য ১০৪ জন এবং নারী সদস্য ১,৫৪১ জন।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	ঋণের পরিমান	দলের সংখ্যা	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগীর
				নারী	পুরুষ	
০১	সহজ শর্তে ঋণ প্রদান	১,১২,৬৭,০২৭	৮৩	১৫৪১	১০৪	১৬৪৫
০২	সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি	২৮,৯২,৩৬৩	৮৩	১৫৪১	১০৪	১৬৪৫
০৩	দলীয় আলোচনা	--	৮৩	১৫৪১	১০৪	১৬৪৫
				৪৬২৩	৩১২	৪৯৩৫

◈আর্থসামাজিক উন্নয়নে সিঁড়ি প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

সংস্থার সিঁড়ি প্রকল্পটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই প্রকল্পটি পাইলট কর্মসূচী হিসাবে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২টি ইউনিয়নে চালু করা হয় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প পুজি, কিন্তু ব্যবসা করার ভাল পরিবেশ ও সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের কর্মঠ নারী-পুরুষদেরকে মউক সংস্থাটি সিঁড়ি প্রকল্পটির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শতভাগ সফলতা অর্জন করে। ফলে এলাকার এই সহায়তা পাওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সংস্থার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে ও দাতা সংস্থার সহায়তা না থাকায় কর্ম এলাকা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্য দিকে সদস্যদের চাহিদা মত ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাচ্ছে না। সিঁড়ি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যে সকল সহায়তা দেওয়া হয় তা হলো। ১) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর উপর ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন। ২) হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খাতাপত্র ও দিকনিদের্শনা প্রদান। ৩) সহজ শর্তে নগদ অর্থ ঋণ প্রদান। তাই সিঁড়ি প্রকল্পটি অত্র এলাকায় একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ইং অর্থ বছরে ২২১ ক্ষুদ্র উদ্দোক্তাদের ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণীর সংখ্যা ১৮৮ জন। ঋণস্থিতি ২৯,২৪২৮১/- সঞ্চয়স্থিতি ৭,০৬,৩৫০/-

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগীর
			নারী	পুরুষ	
০১	ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান	ব্যবসায় সহজ শর্তে ঋণ প্রদান	২	১১৯	২২১ জন
০২	উঠান বৈঠক পরিচালনা	দলীয় আলোচনা	২৪	১৪২৮	১৪৫২ জন
০৩	ওরিয়েন্টেশন	প্রশিক্ষন	২	১১২	১১৪১ জন
			২৮	১৬৫৯	১৬৮৭ জন

◈ইউকল আইসিএস প্রকল্পঃ

সংস্থাটি শুরু থেকে সামাজিক বনায়ন ও সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা ও পদক্ষেপ রেখে আসছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। (১) পরিবেশ বান্ধব চুলা উৎপাদন ও পরিবারে স্থাপনের মাধ্যমে কার্বন হ্রাস করা। (২) সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন পতিত জমি ও সরকারি রাস্তায় বৃক্ষরোপন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে। (৩) জলবদ্ধতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে পরিবেশকে সুরক্ষা রাখার বিষয়ে এলাকার মোটিভিশনাল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উক্ত কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে সরাসরি ৬৮৯০ জন নারী-পুরুষ আর্থিক ভাবে সহযোগিতা পেয়েছে। এছাড়া এলাকার পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশ সরকারের জেলা পরিষদ ও GIZ এবং বিশ্ব ব্যাংক এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইডকল এবং এনজিও ফোরাম টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে এলাকায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে পরিবেশ বান্ধব চুলা গ্রাম পর্যায়ে স্থাপনের ফলে ব্যাপক চাহিদা বেড়েছে ও প্রশংসিত হয়েছে। কারণ উন্নত চুলার মাধ্যমে জ্বালানী খরচ কম। অন্যদিকে কালো ধুয়া পরিবেশের জন্য ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে এসেছে। গত অর্থবছরে ৭৯২টি পরিবেশ বান্ধব চুলা স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	চুলার ধরণ			মোট উপকারভোগীর
			১মূখী	দ্বী-মূখী	পোর্টেবল	
১	জিআইজেড প্রকল্প	বন্ধু চুলা স্থাপন	৪৫৪	৩৬	--	৪৯০
২	ইডকল প্রকল্প	ইডকল চুলা স্থাপন	৮৯	১৬	৩৭	১৪২
৩	উঠান বৈঠক পরিচালনা	গ্রুপভিত্তিক আলোচনা সভা				৪৪২
মোট			৫৪৩	৫২	৩৭	১০৭৪

◈সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচগ্রুপঃ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছাতে পারেনা। বাংলাদেশের মধ্যে মেহেরপুর জেলাটি ছোট এবং শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা ও ঝরে পড়া রোধে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে গণসাক্ষরতা অভিযান ঢাকার সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলায়দু'টি ইউনিয়ন আমদহ ও আমঝুপি এবং মুজিবনগর উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন মোনাখালী, দারিয়াপুর মোট ৪টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচগ্রুপ এর মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণ ও ঝরে পড়া রোধে কাজ করে আসছে। উক্ত ৪টি ইউনিয়নে যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেই সব স্কুলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও মউকের মাধ্যমে ৫১টি স্কুলের আঙ্গিনায় ফুল বাগান, বার্ষিক আর্থিক বাজেট তৈরী, নিয়মিত কমিটির মিটিং, ক্লাস পরিচালনা সহ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করণের জন্য কাজ করে চলেছে। বার্ষিক মূল্যায়নে দেখা গেছে স্কুলগুলোর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে লেখা পড়ার মান ও ফলাফল অনেক ভাল। এছাড়া ঝরে পড়া কমেছে বিদ্যালয়ের সুশাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই ফলাফলের মুল অবদান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচগ্রুপ ও মউকের।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক/অভিভাবক	সর্বমোট
৫৩টি	৪টি	১১৩৯	১১৪২	৩৩৪১	৫৬২২

◈মানব পাচার প্রতিরোধে সুরক্ষা প্রকল্পঃ

আধুনিক সভ্যতা দাস প্রথা নামক ঘৃণ্য চর্চা বন্ধ হলেও তার রূপান্তর যেন আমরা দেখতে পাই মানব পাচার বা Modern Slavery এর মধ্যে। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ অভিবাসনের নামে যৌন শোষন, শ্রম শোষন বা নিপীড়নের শিকার হয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। মানব পাচারের শিকার ব্যক্তির মানবাধিকার যেমন লঙ্ঘিত হয়, তেমনী এমন কিছু মানবাধিকার আছে যেগুলো জানতে পারলে একজন মানুষ সম্ভাব্য পাচারের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। মেহেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা। এই জেলার অধিকাংশ মানুষ বেকার। ফলে বেকারত্ব নিরসনে মানুষ অর্থের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমিয়ে পাচারকারীর প্রতারণার শিকার হচ্ছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। যেমন মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতনতার জন্য উঠান বৈঠক করা ও প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে অত্র জেলা থেকে যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তাদের পাচারের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার কাজটি করে

থাকে। তাছাড়া পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও বিভিন্ন আয়বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান,৪৭ জনকে কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা করেছে।এদের মধ্যে ১৮ জনকে কৃষি কাজের জন্য স্যালো মেশিন ও ধান মাড়াই মেশিন, ১৭ জনকে মুদি ব্যবসা, কারিগরি ট্রেনিং ৩ জন, আইন সহায়তা ৪ জন, চিকিৎসা সহায়তা ২ জন এবং রাজমিস্ত্রি সহায়ক উপকরণ ৩ জনকে প্রদান করা হয়েছে। মানব পাচার এর শিকার ব্যক্তিদের নিয়ে নিয়মিত কাউন্সিলিংসহ প্রচার-প্রচারণা করা হয়ে থাকে। রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল এর সহায়তায় এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগী
			নারী	পুরুষ	
০১	মানব পাচারের শিকার ভিক্টিম সনাক্ত	বাড়ী পরিদর্শন	--	১১২	১১২ জন
০২	পাচারের শিকার ভিক্টিমকে সহায়তা প্রদান	ভিক্টিমকে স্যালো ও ধান মাড়াই মেশিন প্রদান	--	৪২	৪২ জন
০৩	পাচারের শিকার ভিক্টিমকে পূনর্বাসন	মুদি ব্যবসা ও কারিগরী প্রশিক্ষন	--	২০	২০ জন
০৪	পাচারের শিকার ভিক্টিমকে চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা	পাচারের শিকার ভিক্টিমকে চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা	--	৮	৮ জন
০৫	সাইকো সোসাল কাউন্সিলিং করা	পরামর্শ মূলক সেবা প্রদান	১১২	১১২	২২৪ জন
			১১২	৩৯৪	৫০৬ জন

◈ভিজিডি প্রকল্পের আওতায় উপকার ভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সঞ্চায় জমা প্রকল্পঃ

ভিজিটি প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামের অসহায় হত দরিদ্র প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা নারীদের প্রতিমাসে মাসে বিভিন্ন আয় বর্ধক মূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রতিমাসে ৩০ কেজি করে চাল/ গম প্রদান করে থাকে। তাছাড়া তাদের নিকট হতে প্রতি মাসে সঞ্চয় আদায় করে ব্যাংকে জমা করা হয়। কারণ প্রকল্প শেষ হলে তাদের জমাকৃত সঞ্চয় এর টাকা দিয়ে পূর্বে আয় বর্ধক মূলক যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে তা কাজে লাগাতে পারে। এই কাজটির পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করছেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক। পূর্বে দেখা গেছে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ভিজিটি কার্ড হতদরিদ্র মাসে বিতরণের জন্য কিছু কিছু ইউনিয়নে অর্থের মাধ্যমে, দলীয় করণ, আত্মীয়করণ করার ফলে প্রকৃত যারা উপকারভোগী তারা বঞ্চিত হতো। কিন্তু মউক সংস্থা দায়িত্ব পালন করার ফলে অনেকাংশে দুর্নীতি ও অনিয়ম কমে এসেছে। তাছাড়া প্রতি কার্ডে ৩০ কেজি চাউল দেওয়া কথা থাকলেও দেওয়া হতো ২২/২৪ কেজি। বর্তমানে মউক প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার পরে এখন প্রত্যেকেই সঠিক ভাবে বরাদ্দকৃত চাউল পাচ্ছে। বর্তমানে এই কাজের মাধ্যমে ২৮৬৫ জন অতিদরিদ্র নারী সুবিধা পাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পটি মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলাসহ ঝিনাইদহ জেলার দু'টি উপজেলায় অত্যান্ত সফলতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

নিরাপদ পানি ও আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন প্রকল্প ঃ

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক দীর্ঘদিন যাবৎ এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন (এজিও ফোরাম) যশোর অঞ্চলের সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিয়ে ২০০০ সালে কার্যক্রম শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্লান্ট স্থাপন করে ৯টি আর্সেনিক ও আইরণ রিমুভাল প্লান্ট (এআইআরপি) স্থাপন করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উঠান বৈঠক, স্কুল সেমিনার, নাটক, জারি গান ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সোয়াব বাংলাদেশের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মেহেরপুর জেলায় অতি দরিদ্র ২০ টি পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়। উক্ত টিউবওয়েল স্থাপনত্তোর প্লাটফর্ম নির্মান ও একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়।

ক্রঃ	কার্যক্রমের নাম	কার্যক্রমের ধরণ	উপকারভোগীর ধরণ		মোট উপকারভোগী
			নারী	পুরুষ	
১	সার্ভে পরিচালনা করা	দুস্থ্য ও অসহায় পরিবার জরিপ করা	৫২	৬৬	১১৮
০২	টিউবওয়েল স্থাপন	২০ টি অগভীর নলকূপ স্থাপন	৩৫	৪২	৭৭
০৩	টিউবওয়েল এর প্লাটফর্ম তৈরী	২০ টি অগভীর নলকূপের প্লাটফর্ম শান বাধানো			
০৪	মনিটরিং কমিটি গঠন	উপকারভোগীদের নিয়ে কমিটি গঠন	১৩০	১৭০	৩০০
			১১৭	২৭৮	৪৯৫

◈২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সহযোগী সংস্থার নাম ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ঃ

ক্রঃ	সহযোগী/ দাতা সংস্থার নাম	সহায়তা প্রাপ্ত কার্যক্রমের নাম	সহযোগিতার বিবরণ বা

নং			ধরণ	
১	গণসাক্ষরতা অভিযান (CAMPE)/UKAID	সবার জন্য শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষা প্রদান কমিউনিটি ওয়াচগ্রুপ	আর্থিক	টেকনিক্যাল
২	সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড ডিজএ্যবিলিটি(CDD)	প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কর্মসূচী	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৩	রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল	মানব পাচারের শিকার পুরুষ ভিক্টিমকে কারিগরি সহায়তা প্রদান	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৪	ইউসেপ বাংলাদেশ	চাইল্ড এন্ড ওমেন রাইটস এ্যাডভোকেসী	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৫	গভার্নেন্স কোয়ালিশন (GC)/ ওয়েভ ফাউন্ডেশন	স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৬	মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এসোসিয়েশন (MLAA)	গ্রাম আদালত ও স্থানীয় সালিস কার্যক্রমে সহযোগিতা	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৭	এনজিও ফোরাম যশোর অঞ্চল ও সোয়াব বাংলাদেশ	নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সহযোগিতা	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৮	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF)	ভোকেশনাল ট্রেনিং ও শিশু শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন	আর্থিক	টেকনিক্যাল
৯	বন্ধু ফাউন্ডেশন/HRDC	স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ক কমিউনিটির ভুমিকা	আর্থিক	টেকনিক্যাল
১০	এ্যাকশন এইড/জেএনএনপিএফ	নির্যাতিত নারী ও শিশুর আইনী সহায়তা ও চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম	-	টেকনিক্যাল
১১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	ভিজিডি কার্যক্রমে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ	আর্থিক	টেকনিক্যাল
১২	ডিনেট ঢাকা	আপনজন প্রকল্প	আর্থিক	টেকনিক্যাল
১৩	ইডকল-ঢাকা	পরিবেশ বান্ধব বন্ধু চুলা স্থাপন	আর্থিক	টেকনিক্যাল
১৩	ইউএসএআইডি (AVC)	এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন	আর্থিক	টেকনিক্যাল

◈আমাদের সীমাবদ্ধতা/প্রত্যাশা ঃ

বাংলাদেশের অবহেলিত ও দরিদ্রতম জেলাগুলোর মধ্যে স্বাধীনতার প্রাণকেন্দ্র মুজিবনগর তথা মেহেরপুর অন্যতম জেলা। এখানে যুগ যুগ ধরে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রবাহের চিত্রটি বারবার চিহ্নিত হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর দ্রুত আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের হাওয়া বাংলাদেশে বইতে শুরু করে। যার প্রেক্ষাপটে দেশে সঙ্গত কারণে জন্ম নেয় কিছু সংখ্যক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলায় উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য ছোঁয়া পড়েনি।

তাই মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) একটি স্থানীয় মানবাধিকার বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। যা অত্যন্ত সময় উপযোগী অবস্থায় স্থানীয় কিছু সমমনা সমাজসেবী মনোভাবাপন্ন ব্যাক্তিবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৫ সালে ইতিহাসের সোনালী যুগের কালজয়ী আমঝুপি ইউনিয়নে হিজুলী গ্রামে মউক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। সামাজিক ও আর্থিক বহুবিধ বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠানটি হাঁটিহাটি পা-পা করে পথ চলা শুরু করে। কার্যক্রম পরিচালনা, দক্ষতা ও সুনামের ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের ন্যায় বহুলাংশে উন্নয়ন ঘটিয়ে জেলায় উত্তোরোত্বর অবদান রেখেছে যার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করছে অত্র এলাকার উপকারভোগী তৃণমূল জনসাধারণ। সেই সাথে মউকের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মউক এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি তুলে ধরা

হয়েছে। আমাদের কর্মএলাকায় কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে দুর্দশা ও নানাবিধ সমস্যাগ্রস্থ হয়ে বেকারত্ব ও অধিকারহীন মানুষের কাকুতি-মিনতির সুর। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবতার দৃঢ় শপথ নিয়ে মউক কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ থাকে যে, আমাদের আর্থিক ও টেকনিক্যাল কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে আমরা এলাকার চাহিদা ভিত্তিক ও অধিকার ভিত্তিক উন্নয়নে নিজেদের নিবেদিত রেখে কাজ অব্যাহত রেখেছি। বিশেষ করে মউকের সকল কাজে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সুধীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। আগামীতে এলাকার চাহিদা মোতাবেক আরো নতুন উদ্যোগ গ্রহনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তনে উন্নতি করা হবে।

◈ **কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রকাশিত পত্রিকার নিউজের তথ্য ঃ**

dailyobserver | 17
Dhaka Saturday March 21, 2015

Victims of human trafficking get aids in Meherpur

Our Correspondent

MEHERPUR, Mar 20: A local non-government organisation Manob Unnayan Kendra (MUK), with the financial support of Relief International, distributed aids among male victims of human trafficking at a simple ceremony on Friday.

The distribution ceremony was held at the conference room of MUK. Journalist Rafiqul Alam, district correspondent of The Daily Observer, chaired the function.

Mahmud Hossain, deputy commissioner (DC) of Meherpur was present as chief guest while Abdul Jalil, senior assistant superintendent of police and Asaduzzaman Selim, chief executive of MUK were present as special guests.

The chief guest in his speech said, "We should be well aware about human trafficking. I advise the foreign-goers to check all the documents from the competent authorities before going abroad so that nobody becomes victim of sufferings." He also said that one can easily earn handsome profit in Bangladesh by investing the same money that they spend for going abroad.

A total of 15 male victims of human trafficking were provided rehabilitation materials according to their respective professions.

A programme on direct aid distribution to the male victims of human trafficking was held in Meherpur town on Friday. It was organised by a local NGO 'Manob Unnayan Kendra' with financial support of Relief International. PHOTO: OBSERVER

The Bangladesh Today 6
FRIDAY, MARCH 20, 2015

Male human trafficking victims get direct aid assistance

Mohasin Ali, Meherpur Correspondent

Direct aid assistance was provided among the male human trafficking victims at the Manab Unnayan Kendra (MUK) hall room in Merpur on Thursday.

Journalist Rafiqul Alam presided over the program, while Meherpur deputy commissioner Mahmud Hossain was present and distributed the aid as the chief guest. Meherpur assistant police super Abdul Jalil was present as the special guest. The program was addressed among others by, chief executive of MUK Asaduzzaman Selim, general secretary of Jatiya Party Dr Hashem Ali, former municipal commissioner Abdur

দৈনিক মাটির ডাক
The Daily Matirdaak
মেহেরপুরে ক্রমশঃ বাড়ছে শিশু শ্রম

দৈনিক মাটির ডাক
The Daily Matirdaak এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে
২৯ নভেম্বর, রবিবার' ২০১৫, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২২
মেহেরপুরে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও উপজেলা লোকমোর্চার কমিটি পুনঃগঠন
মেহেরপুরে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা

প্রতিদিনের নতুনখবর THE DAILY NOTUNKHOBOR
দেশ ও জনগণের ক
আজ শুক্রবার ২০ নভেম্বর ২০১৫ ইং

দৈনিক ইত্তেফাক
সারাদেশ

দৈনিক মাথাভাঙ্গা
The Daily Mathabhanga
২৮ আগস্ট # শুক্রবার # ২০১৫
মেহেরপুর আমঝুপিতে সোসাল অডিট বিষয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত